দরসে ক্বোরআন

অধ্যক্ষ হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

بسم الله الرحمن الرحيم

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْر- اِنَّ بَطْشَ
رَبِّكَ لَشَدِيْد- اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْد وَهَوَالْغَفُوْرُ
الْوَدُوْد- ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْد- فَعَّالُ لِّمَايُرِيْد- هَلْ
اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْد- فَرعَوْنَ وَثَمُوْد- بَلِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِى تَكْذِيْبٍ- وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيْط- بَلْ
هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْد فِى لَوْحٍ مَحْفُوْظ-

তরজমা: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য এমন সব 'বাগান' রয়েছে, যেগুলোর নিম্নেদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এটাই হলো বড় সফলতা। অবশ্যই আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও নিতান্ত কঠিন। নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই মার্জনাকারী, আপন নেক্‌কার বান্দাদের জন্য প্রেমময়, সম্মানিত আরশ-অধিপতি; সর্বদা যা ইচ্ছা করেন, তাই সম্পন্নকারী। আপনার নিকট কি 'সৈন্যদের' কথা এসেছে? ঐ সৈন্যদল কারা? ফিরআউন ও সামূদ। বরং কাফিরগণ অস্বীকারের মধ্যে রয়েছে; এবং আল্লাহ্ তাদের পেছনের দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। বরং তা পূর্ণ মার্যাসম্পন্ন ক্বোরআন, লাউহে মাহফুজের মধ্যে। [সূরা বুরূজ, আয়াত- ১১-২৩]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

উদ্ধৃত প্রথম আয়াত তথা ان الذين امنوا وعملوا এর মর্মবাণীর আলোকে প্রতীয়মান হয়- আগে ঈমান অতঃপর আমল। ঈমান-আক্বিদাবিহীন আমলের কোনরূপ সার্থকতা কিংবা গ্রহণযোগ্যতা নেই আল্লাহ্-রাসূলের দরবারে। যেমন, আগে অজু অতঃপর নামায। ওজুবিহীন নামাযের কোন মূল্য নেই। আমাদের পরিচয়ও হয়ে থাকে ঈমানের ভিত্তিতে। আমরা মু'মিন অর্থাৎ ঈমান আনয়নকারী। আমলকারী হিসেবে নয় আমাদের পরিচিতি। অতএব ঈমানের বিষয়ে সর্বাধিক সচেতনতা ও গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য। আবার ঈমান আনার পর ঈমানের দাবি ও চাহিদানুযায়ী সৎকাজ সম্পন্ন করাও অপরিহার্য। আমলের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শনের কোনরূপ সুযোগ নেই মু'মিনের জন্য। কেননা, ক্বোরআনুল করীমের যেখানেই আল্লাহ্‌পাক স্বীয় সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন, বেহেশত লাভ এবং জাহান্নাম হতে নাজাতের সুসংবাদ ঘোষণা করেছেন সেখানেই ঈমান আনয়নের সাথে নেক আমল সংযুক্ত। প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমান-আক্বিদা ও নেক আমল সমৃদ্ধ জীবনই মহাসাফল্যের অধিকারী জীবন।

আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী ان بطش ربك এর ব্যাখ্যায় তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন- মহান আল্লাহর পাকড়াও এমন কঠিন-কঠোর যা হতে কোন পাপী-তাপী অপরাধী কোনরূপ ক্ষমতা - কর্তৃত্বের জোর অঢেল ধন-সম্পদ, সুপারিশ এবং মৃত্যু ইত্যাদির মাধ্যমে রেহাই পাবে না। জাগতিক জীবনে যেমন পাওয়া যায়। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- لا يؤخذ ن منها عدل ولاهم ينضرون অর্থাৎ জাহান্নামের সাজা মওকুফ করার জন্য কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ্ পাকের পাকড়াও হতে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র অবলম্বন- ওসিলা। আর তা হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শাফায়াত লাভ।

هل اتاك حديث الجنود

আল্লাহর পবিত্রতম বাণী 'আপনার নিকট কি ফিরআউন ও ছামুদ সম্প্রদায়ের সংবাদ এসেছে? (অর্থাৎ অবশ্যই এসেছে) এর ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- উদ্ধৃত আয়াতে রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওসাল্লাম কিংবা ক্বোরআনে করীমের প্রতিটি পাঠককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে চারশত বছর ব্যাপী রাজত্ব পরিচালনাকারী ও انا ربكم الاعلى (অর্থাৎ আমিই তোমাদের মহান প্রতিপালক) বলে দম্ভকারী জালিম বাদশা ফিরআউন ও তার দলবলের সংবাদ এবং সাইয়্যেদুনা হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম এর উম্মত ছামুদ সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আপনি অবশ্যই অবগত হয়েছেন। যারা জাগতিক জীবনে

আল্লাহ পাকের অনেক কৃপা-করুণার অধিকারী হয়েও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের উপর ঈমান এনে দ্বীন নির্ভর জীবন অতিবাহিত করেনি। রবং আল্লাহ্-রাসূলের নাফরমান-অবাধ্য হয়ে আজীবন দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণ করে চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- سيروا فى الارض فانظرورا كيف كان عاقبة المكذبين অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো অতঃপর (আল্লাহ্-রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিনাম পর্যবেক্ষণ করো।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী কাফির-মুশরিক বিধর্মীগণের জীবনেতিহাস ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি অধ্যয়ন করা জায়েজ ও পূণ্যময় আমল। যাতে কুফর-শিরকের নিশ্চিত ভয়ংকর পরিণতি অবলোকন করে তা থেকে আত্মরক্ষা করার প্রবল স্পৃহা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলায়হিমুস্ সালাম ও আউলিয়ায়ে কামেলীন-বুজর্গানে দ্বীনের পবিত্র জীবন চরিত অধ্যয়ন করা ও তাঁদের মহিমান্বিত মুজেযা-কারামাত সম্পর্কিত ঘটনা প্রবাহ চর্চা করা শুধু জায়েজই নয় বরং মু'মিন নর-নারীর জন্য পুণ্যময় ইবাদত। পাপাচার মোচনের জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং সর্বোপরি খোদায়ী রহমত-বরকত লাভের মোক্ষম ওসিলা-অবলম্বন। যেমন হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে - আম্বিয়ায়ে কেরামের আলায়হিমুস্ সালাম-এর শান-মান চর্চা ইবাদত ও সালেহীন আউলিয়ায়ে কামেলীনের চর্চা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। বাংলাদেশ-ভারত পাকিস্তানসহ মুসলিম জাহানের প্রচলিত বারভী শরীফ, গিয়ারভী শরীফ ও ওরস মাহফিল ক্বোরআন-সুন্নাহ সম্মত ও পূণ্যময় আমল। কেননা, এসব মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কামেলীনের জীবন চরিত ও শান-মান চর্চার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা। ঈমান-আক্বিদা ও তাকওয়া নির্ভর জীবন-যাপনে পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা। এসব আমল বিদআত নয় বরং শরিয়তসম্মত ইবাদত।

بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ

অর্থাৎ পবিত্র সূরা 'বুরুজ'সহ পবিত্র ক্বোরআনে করীমের বাণীসমূহ জাদুমন্ত্র, কবিতা, গণনা-শাস্ত্রের বাক্য-সমষ্টী কিংবা কোন মানবের বক্তব্য নয়। বরং এটা হচ্ছে পবিত্রতম ক্বোরআন - যা মর্যাদামণ্ডিত, লাউহে মাহফুজে সংরক্ষিত।

'মাজীদ' মানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের ধারক। অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআন ও এ ধরনের মর্যাদাবান - যাকে অজু - গোসল ব্যতীত স্পর্শ কিংবা পাঠ করা নিষিদ্ধ। কোনভাবে তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা কুফরী। আবার এ ক্বোরআন অপরকেও মর্যাদা- শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করে। যেমন লাউহে মাহ্ফুজ হতে পৃথিবীতে ক্বোরআন অবতীর্ণকারী ফিরিশতা জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম সকল ফেরেশতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে মাসে এ ক্বোরআন নাযিল হয়েছে সেই মাহে রমজান অন্যান্য মাসের চেয়ে উত্তম, যে রজনীতে এ ক্বোরআন এসেছে সে রাত 'লায়লাতুল ক্বদর' অন্যান্য রজনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে শহরে এ ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর সকল শহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে ভাষায় এ ক্বোরআন নাযিল হয়েছে, সেই আরবী অন্যান্য সকল ভাষার চেয়ে উত্তম এবং যে নবীর নূরানী বক্ষ মোবারকে এ ক্বোরআন অবতীর্ণ হয় তিনিতো সকল নবী রাসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম, অতুল, অনুপম আহমদ মুজতবা, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

এ ক্বোরআনে করীম লাউহে মাহ্ফুজে সংরক্ষিত। নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতম এ ক্বোরআনকে ধারণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে। তারপরেও যদি এ ক্বোরআনকে শক্তিধর, পর্ববতরাজির উপর অবতীর্ণ করা হতো তবে এ পর্বতমালা আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। সেই ক্বোরআনে করীম যে নবীর নূরানী ক্বলব মোবারকে ধারণ করেছে বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছিয়েছে সেই ক্বলবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আকার আয়াতন-বিশালতা-বিপুলতা যে, কত অশেষ অনন্ত-অপরিসীম-তা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূলই জানেন। স্রষ্টার কোন সৃষ্টিরই সঙ্গে সেই নবীর তুলনা-উপমা অসম্ভব, অবান্তর। আল্লাহর পরে সৃষ্টিকুলের সর্ব শীর্ষে তিনিই মহীয়ান-গরীয়ান অতুল, অনুপম, একক, অদ্বিতীয় সৃষ্টি, মহত্তম-শ্রেষ্ঠতম-সুন্দরতম রাসূল পরম প্রিয়তম নিবিড়তম ও ঘনিষ্টতম আল্লাহর সুহৃদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

লেখক: *অধ্যক্ষ, মুহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া, ঢাকা*